যুগান্তর

তারিখ ... 2-3 JUL 2015 ......
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ......

আত্মহত্যা প্ররোচনা মামলা

আসামি অনিক মিরপুর বাঙলা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি!

যুগান্তর রিপোর্ট

মজিবুর রহমান অনিককে মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব দিয়ে নতুন কমিটির অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। নতুন সভাপতি অনিক ছাত্রলীগের কাফরুল থানার নেত্রী ও মিরপুর বাঙলা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনার্সের ছাত্রী ফাতেমাতুজ জোহরা বৃষ্টির 'আত্মহত্যার প্ররোচনা' মামলার এজহারভুক্ত ২ নম্বর আসামি। বিদায়ী সভাপতি মো. জাহিদ মাহমুদ ছিলেন এ মামলার এক নম্বর আসামি। তিনি এ মামলায় গ্রেফতার হয়ে জেলহাজতে আছেন। সোমবার ছাত্রলীগের অফিসিয়াল প্যাডে সংগঠনের সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নতুন কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়। নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান মিয়া জীবন।

কাফরুল থানায় দায়ের করা মামলার সূত্র ধরে জানা গেছে, বাঙলা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ও কাফরুল থানা ছাত্রলীগের ছাত্রীবিষয়ক সম্পাদক ফাতেমাতুজ জোহরা বৃষ্টির সঙ্গে একই কলেজের ছাত্র লীগ সভাপতি জাহিদ মাহমুদের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। একপর্যায়ে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে বৃষ্টি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। তিনি বিয়ের চাপ দিলেও জাহিদ রাজি হয়নি। ১৩২০/১, শেওড়াপাড়ার বাসায় ১৩ জুন গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বৃষ্টি। আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মিরপুরের স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৯ জুন মারা যান বৃষ্টি। এরপর তার বাবা তোফাজ্জল হোসেন বাদী হয়ে বাঙলা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি জাহিদকে প্রধান ও নতুন কমিটি সভাপতি মজিবুর রহমান অনিককে দুই নম্বর আসামি করে সাতজনের বিরুদ্ধে কাফরুল থানায় একটি সভাপতি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

সভাপতি : ছাত্রলীগের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মামলা করেন। মামলা দায়েরের দিন খবর পেয়ে জাহিদ দলবল নিয়ে থানায় হাজির হয়। পুলিশকে মামলা না নেয়ার জন্য চাপ দেয়। ওই অবস্থায় পুলিশ জাহিদকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠায়। বর্তমানে জাহিদ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আছে। চোখের সামনেই অনিকসহ অপর আসামিরা ঘুরে বেড়ালেও পুলিশের খাতায় তারা পালাতক। ঘটনার এক মাসের মাথায় অনিককে কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি করায় বৃষ্টির পরিবারের লোকজনও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বৃষ্টি আত্মহত্যার প্ররোচনা মামলার অপর আসামিরা হলেন ছাত্রলীগ নেতা জাহিদ মুন্সি, মো. আলমগীর হোসেন, এ আজিজ তানভীর, শাকিল আহমেদ ও চঞ্চল। বৃষ্টির মামা জুয়েল রানা সাংবাদিকদের জানান, 'ছাত্রলীগের একজন ত্যাগী নেত্রী ছিল বৃষ্টি। কিন্তু তার অপমান ও মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের ছাত্রলীগ পুরস্কৃত করে বিচারের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। ছাত্রলীগের উচিত ছিল বৃষ্টির পরিবারের পাশে দাঁড়ানো। অথচ তারা হত্যাকারীকে পুরস্কৃত করেছে। আসামি অনিক প্রকাশ্যে ঘুরে বেরাচ্ছে। কিন্তু পুলিশ গ্রেফতার করছে না। জুয়েল রানার দাবি, তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বৃষ্টি স্থানীয় সংসদ সদস্য ও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের কাছে জাহিদ ও অনিকের বিরুদ্ধে বিচার দিয়েছিল। কিন্তু তার বিচারে কেউ সায় দেয়নি। সন্তানের স্বীকৃতি না পাওয়া পরিবারের সম্মানহানির ভয়ে তিনি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কাফরুল থানার এসআই খন্দকার মনিরুজ্জামান জানান, মামলার তদন্তে বাদীর সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। বৃষ্টির লাশের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি। রিপোর্ট হাতে পেলে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। তিনি আরও জানান, ৯ জুলাই ময়নাতদন্তের জন্য বৃষ্টির গ্রামের বাড়ি পিরোজপুরের কবরস্থান থেকে লাশ তুলে ময়নাতদন্ত করা হয়েছিল। নিজ সংগঠনের নেত্রীকে আত্মহত্যার প্ররোচনাকারীকে সভাপতি করার বিষয়ে জানতে চাইলে ছাত্রলীগের সভাপতি কোনো কথা বলতে রাজি হননি।